দৈনিক সংবাদ

তারিখ ..2 8 MAY 1997 পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 4

ক্যাম্পাসে জামায়াত নেতার উপস্থিতির প্রতিবাদ

রাজনীতিকদের সাথে ভার্সিটি কর্তৃপক্ষের সভায় ছাত্র হামলা

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

গতকাল সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আহূত জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগেই পণ্ড হয়ে যায়। জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল ও সংসদীয় গ্রুপের নেতা মতিউর রহমান নিজামীর যোগদানের প্রতিবাদে ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের হামলায় জনাব নিজামী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর আহত হন।

দীর্ঘদিন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিরাজমান আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অচলাবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের উদ্যোগে এই আলোচনা সভার

ক্যাম্পাস ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৪

ক্যাম্পাস ঃ ছাত্র হামলা

(১ম পাতার পর)

আয়োজন করা হয়।

বিএনপি ছাড়া আমন্ত্রিত সবক'টি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দই বৈঠকে যোগ দেয়ার লক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শুরুর আগে আমন্ত্রিত জাতীয় নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনস্থ উপাচার্যের কার্যালয়ে বসে অপেক্ষা করছিলেন। এক সময় ক্যাম্পাসে জামায়াত নেতার বৈঠকে যোগদানের খবরটি ছড়িয়ে পড়ে।

দুপুর পৌনে একটার দিকে জাতীয় ছাত্রলীগের উদ্যোগে জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামীর বৈঠকে যোগদান করার প্রতিবাদে একটি বিক্ষোভ মিছিল মধুর ক্যান্টিন থেকে শুরু হয়। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে সভাস্থলে আসে এবং উপাচার্যের কাছে মতিউর রহমান নিজামীর বৈঠকে যোগদানের প্রতিবাদ জানায়। তারা ১৫ মিনিটের মধ্যে ক্যাম্পাস থেকে জামায়াত নেতার বহিষ্কার দাবী করে। উপাচার্য বিক্ষোভরত ছাত্রদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন এবং তাদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। এ সময় ছাত্ররা চিৎকার করে বলতে থাকে 'বুদ্ধিজীবীদের রক্তে ভেজা ক্যাম্পাসে ঘাতকদের ঠাঁই নাই'।

জাতীয় ছাত্রলীগের বিক্ষোভকারীদের সাথে উপাচার্যের আলোচনা চলার কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাত্রলীগ (হা-অ), ছাত্রলীগ (না-শ) ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের পৃথক পৃথক বিক্ষোভ মিছিল সভাস্থলে প্রবেশ করে। ফলে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাকশাল নেতা মহিউদ্দিন আহমদ সামনে এগিয়ে আসেন। তিনি বারবার চিৎকার করে ছাত্রদের থামতে বলেন; কিন্তু তাতেও পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করলে তিনি উপাচার্যের কক্ষের দরজায় শুয়ে পড়েন। সাথে সাথে কয়েক শ' ছাত্র একযোগে মহিউদ্দিন আহমদকে ডিঙ্গিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে। তারা একযোগে জামায়াত নেতাকে আক্রমণ করে।

এ সময় কক্ষে অন্যান্যের মধ্যে আওয়ামী লীগের মতিয়া চৌধুরী ও আবদুল জলিল, পাঁচদলের রাশেদ খান মেনন ও আ, ফ, ম মাহবুবুল হক, মুস্তাক হোসেন, মাহমুদুর রহমান মান্না, কমিউনিস্ট পার্টির মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ন্যাপের কামাল হায়দার, গণতন্ত্রী পার্টির সৈয়দ আলতাফ হোসেন প্রমুখ নেতাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ওয়াকিল আহমেদ, প্রক্টর অধ্যাপক কামরুল আহসান ও সিণ্ডিকেট সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত প্রায় সকলেই সম্মিলিতভাবে জামায়াত নেতাকে ছাত্রদের হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

উত্তেজিত ছাত্ররা জনাব নিজামীর দিকে চেয়ার, পানির গ্লাস, চায়ের কাপ, পিরিচ, পেপার ওয়েট, টেলিফোন সেট, ফাইলপত্রসহ হাতের কাছে যা কিছু পায় তাই ছুড়ে মারতে থাকে। এতে উপাচার্যের অফিসকক্ষ লণ্ডভণ্ড হয়। ছাত্ররা জামায়াত নেতাকে কিল, ঘুষি ও লাথি মারতে থাকে। এসময় ছাত্র শিবিরের তিনজন নেতা তাকে জড়িয়ে রাখেন।

প্রায় ১৫/২০ মিনিট পর পুলিশ ঘটনাস্থলে প্রবেশ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং আহত অবস্থায় মতিউর রহমান নিজামীকে উদ্ধার করে। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে তাকে একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে, তার মাথায় ৫টি সেলাই দিতে হয়েছে, সর্বাঙ্গে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] মিত্রা এ বৈঠক আহ্বানের আগে ছাত্র নেতৃবৃন্দের সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করেননি। এমনকি বৈঠকটি কবে, কখন ও কাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এ বিষয়টিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গোপন রাখার চেষ্টা করেন।

ঘটনার পর সাংবাদিকরা এ ব্যাপারে উপাচার্যের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি এ ব্যাপারে কোন কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানান।

প্রতিবাদ সমাবেশ

হামলার পরে ক্যাম্পাসে জামায়াত নেতার উপস্থিতির প্রতিবাদে ছাত্রলীগ (হা-অ), ছাত্রলীগ (না-শ), বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ও বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী একটি যৌথ মিছিল বের করে।

বিক্ষোভ মিছিলশেষে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে আয়োজিত সমাবেশে ছাত্রলীগের (হা-অ) গোলাম মোস্তফা সুজন, কামরুজ্জামান আনসারী, ছাত্রলীগের (না-শ) রোকনুজ্জামান খান, জাতীয় ছাত্রলীগের পংকজ নাথ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সুনীল দাস ও ছাত্র মৈত্রীর রূপম আহমেদ বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ আলোচনা সভার নাম করে ক্যাম্পাসে জামায়াত-শিবিরকে পুনর্বাসনের চেষ্টার নিন্দা করে বলেন, সাম্প্রদায়িক শক্তিকে এ পবিত্র অঙ্গনে পুনর্বাসন করতে দেয়া হবে না।

ছাত্রদল

ক্যাম্পাসে জামায়াত-শিবিরের পুনর্বাসনের উদ্যোগ ও তার ফলে সৃষ্ট সন্ত্রাসের প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলও ঘটনার পরপরই ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। 'জামায়াত শিবির রাজাকার এই মুহূর্তে বাংলা ছাড়', 'রাজাকারদের চামড়া তুলে নেব আমরা' প্রভৃতি শ্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে।

বিক্ষোভ মিছিলশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে আয়োজিত সমাবেশে ছাত্রনেতা হাবিব-উন-নবী সোহেল ও আলী আক্কাস নাদিম বক্তব্য রাখেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা সভার নামে জামায়াত-শিবিরকে ক্যাম্পাসে পুনর্বাসনের উদ্যোগ যেমন নিন্দনীয়, তেমনি আমন্ত্রিত অতিথির সাথে সন্ত্রাসী আচরণেরও আমরা নিন্দা জানাই।